দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

111

সিলেটে বেসরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে

।। আল-আজাদ ।।

সিলেট ঃ মরহুম চান্দ মিয়া মেধা-ভিত্তিক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার দু' দশক পূর্ণহতে যাচ্ছে।

১৯৭৫ সালে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী আলী আহমদ চান্দ মিয়া এই মেধাভিত্তিক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা চালু করেন। সিলেটের এই প্রথম বেসরকারী উদ্যোগটি দক্ষিণ সুরমার ১১টি বিদ্যালয়ের ৫১ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে শুরু হয়েছিল। এ সংখ্যা বেড়ে এখন যথাক্রমে ৭১ ও ৭১৫তে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম মরহুম চান্দ মিয়া মেধাভিত্তিক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ১০টি পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। আর বর্তমানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও বিশেষ মিলিয়ে সর্বমোট ১১৬টি দেয়া হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, সিলেট সদর থানার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন এতে অংশ নেয়।

আগামী বছর ২০তম মরহুম চান্দ মিয়া মেধা ভিত্তিক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গত ২রা ও ৪ঠা নভেম্বর অন্যান্যবারের মতোই সিলেট সরকারী কমার্স ইন্সটিটিউট ও ভকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে ১৯তম মরহুম চান্দ মিয়া মেধাভিত্তিক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছরই জাতীয় সংসদ সদস্য, অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ওই দু'দিন পরীক্ষার্থী আর অভিভাবকদের পদচারণায় গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে।

উদ্যোক্তার অকালমৃত্যুর পর ১৯৭৮ সাল হতে মরহুম চান্দ মিয়া স্মৃতিরক্ষা কমিটি, সিলেট এই মেধাভিত্তিক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা করছে। এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিছবাহ উদ্দিন জানান, বছরে এজন্যে কমবেশি ৬১ হাজার টাকা ব্যয় হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের মতে, সংশ্লিষ্ট সকলের পূর্ণ সহযোগিতা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং নিরপেক্ষতার সুবাদে শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এ ব্যাপারে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে।

মরহুম চান্দ মিয়া মেধাভিত্তিক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সিলেটের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা মেলে। অনেক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান পথে পথে তোরণ নির্মাণ করে পরীক্ষার্থীদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। এছাড়া উদ্যমী তরুণ-তরুণীরা পরীক্ষকের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে পালন করে থাকেন।

সিলেট ঃ মরহুম চান্দ মিয়া মেধাভিত্তিক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার দৃশ্য। —সংবাদ